সংযোজনী ৫
দোবাঁদির একটি পারিবারিক বংশলতিকা

পদ্মা পাত্র

(প্রয়াত স্বামী বিনোদ পাত্রের রেকর্ডেড বর্গা, জমি ছিল ২ বিঘা ৫ কাঠা। মালিক অর্ধেক দামে জমি বিক্রি করেছে, তা থেকে পুত্র শ্যামাপদ ১০ কাঠা কিনেছেন। কিন্তু টাকার অভাবে রেজিস্ট্রি হয়নি। ৫ কাঠা জমি পদ্মা পাত্র পেয়েছেন। বাকিটা ১ জন ভাগে পেয়েছে। পদ্মা পাত্রের ৭ ছেলে ও ৭ মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে।)

অজিত পাত্র	**কাশীনাথ পাত্র**	**স্বর্গত ঘেঁটু পাত্র**	**বামাপদ পাত্র**	**শ্যামাপদ পাত্র**	**নিরাপদ পাত্র**	**সুশান্ত পাত্র**
পরিবারে মোট সদস্য ৮। ৫ জন খেতের কাজ করে। ৩০ বছর আগে দোবাঁদির শেষ মাথায় চলে গেছেন। নিজের ১০ কাঠা বাস্তু, কাগজ নেই। পেশা: খেতমজুরি। ১৮–১৯ বছর ধরে ভাগে ১০–১৫ কাঠা চাষ, মালিক বেড়াবেড়ির ভবি ঘোষ। মাঠে মাছ ধরাও পেশা।	স্ত্রী মৃত। ২ পুত্র ও এক পুত্রবধূ সবাই চাষের কাজ করে। এক কন্যা চাষের কাজে সাহায্য করে।	স্ত্রী বিজয়া পাত্র। গ্রামের শেষ প্রান্তে ঘর করেছেন। পেশা খেতমজুরি, মাছ ধরা ও শাক-শামুক তোলা। ২ পুত্র ও এক পুত্রবধূ। ছোটো ছেলে নবম শ্রেণীতে পড়ে। বড়ো ছেলে ভাগে ১৬ কাঠায় চাষ করতেন জয়মোল্লার মাঠে।	স্ত্রী সনকা খেতমজুরি করেন। ৪–৫ বছর হল বামাপদ চাষের কাজ করতে পারেন না। ৩ মেয়ে ও এক ছেলে স্কুলে পড়ে।	স্ত্রী অপর্ণা খেতমজুর। ৪ পুত্র। বড়ো ছেলে, ১৫ বছর বয়স, শাড়ির ফুল নকশার কাজ শিখছে। মেজ ছেলের ১৩ বছর বয়স, পঞ্চম শ্রেণী অবধি পড়েছে, এখন বেকার। আর দু’জন চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছে।	স্ত্রী লতা সহ দু’জনেই খেতমজুর। ২ মেয়ে এক ছেলে। দুজনেই পড়ছে। নিজস্ব জমি আড়াই কাঠা কিনেছেন, সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়েছেন, দলিল নেই।	স্ত্রী জ্যোৎস্না ঘরেই থাকে। ছেলে এক বছরের। নিজে খেতমজুরি করেন।

সংযোজনী ৬

জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের অধিগৃহীত জমির পরিমাণ

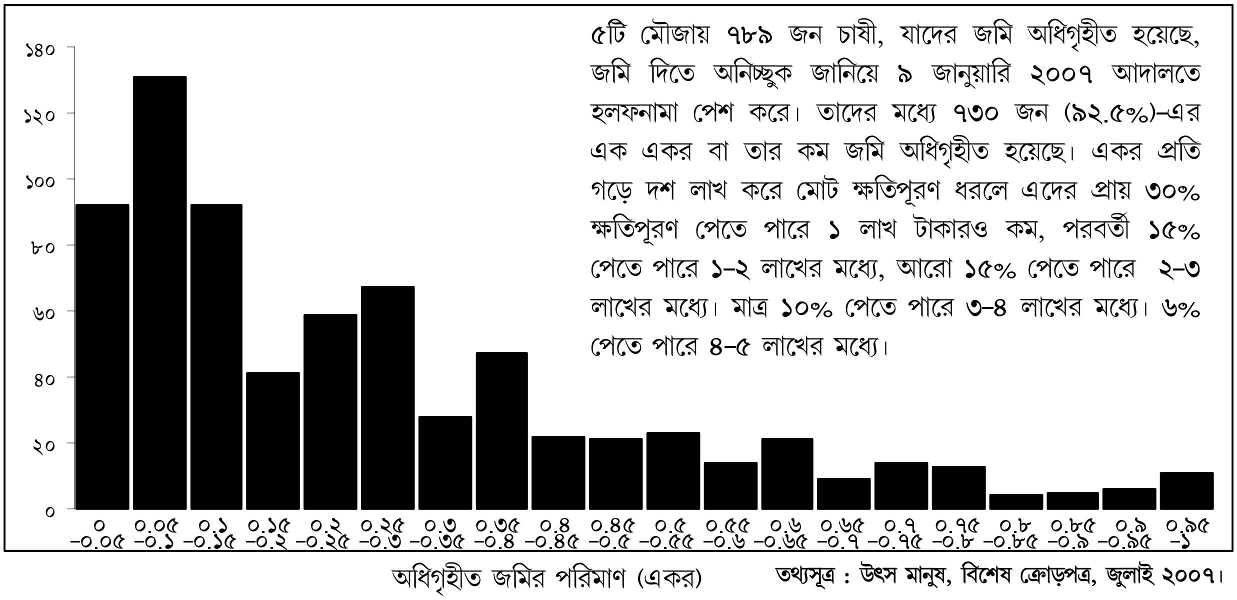

তথ্যসূত্র : উৎস মানুষ, বিশেষ ক্রোড়পত্র, জুলাই ২০০৭।

সংযোজনী ৭

সমীক্ষায় প্রাপ্ত দোবাঁদির খেতমজুরদের তালিকা

ক্রম	উত্তরদাতার নাম (বয়স)	পরিবারের মোট সদস্য	শিল্প নিগম জমি নেওয়ার আগে পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের নাম (বয়স) এবং পেশা/কাজ	শিল্প নিগম জমি নেওয়ার পরে কর্মক্ষম সদস্যের পেশা/কাজ	সাধারণ মন্তব্য
১	মেঘনাদ মৈত্রী (৩২)	৫	মেঘনাদ (৩২), খেতমজুরি রুমা (২৫), খেতমজুরি এবং পৌনে দু'বিঘা ভাগচাষ	ভাগচাষ ১ বিঘা খেতমজুরি দূরের মাঠে	কাজ খুব কমে গেছে।
২	সমীর মৈত্রী (৪০)	৬	সমীর (৪০), খেতমজুরি পঞ্চী (৩৩), খেতমজুরি	ট্রাক্টর চালায় খেতমজুরি মাসে ১৫ দিন	কাজ খুব কমে গেছে।
৩	মদন দাস (৩২)	৪	মদন (৩২), খেতমজুরি পূর্ণিমা (২৬), খেতমজুরি এবং ১০ কাঠায় ভাগচাষ	ভাগের জমি চলে গেছে খেতমজুরি	কাজ খুব কমে গেছে।
৪	বাপন দিগর (১৮)	১৩	বাপন (১৮), খেতমজুরি কর্ণ (৪০), খেতমজুরি প্রতিমা (৩২), খেতমজুরি চৈতালি (১৫), খেতমজুরি রণ (৩৮), খেতমজুরি জয়ন্তী (৩১), খেতমজুরি সুখদেব (৬০), খেতমজুরি সন্ধ্যা (৫৩), খেতমজুরি	ভাগচাষটা আছে খেতমজুরির কাজ প্রায় নেই	প্রচুর বন্ধকি দেনা।

			অশোক (৩৬), খেতমজুরি বিকাশ (৩৪), খেতমজুরি সুজাতা (৩০), খেতমজুরি এবং সকলে মিলে ৯ বিঘা ভাগচাষ		
৫	নব দিগর (৩০)	৩	নব (৩০), খেতমজুরি কালী (২৫), খেতমজুরি আড়াই বিঘা ভাগচাষ	১ বিঘা ভাগচাষ, বাকি জমি চলে গেছে খেতমজুরি দূরের মাঠে	কাজ খুব কমে গেছে। প্রচুর বন্ধকি দেনা।
৬	সনাতন মৈত্রী (৪৮)	১০	সনাতন (৪৮), খেতমজুরি এবং ১০ বিঘা ভাগচাষ শ্যামাপদ (৪৬), মাছের ব্যবসা শেফালী (৪২), খেতমজুরি প্রশান্ত (২২), কাঠের কাজ দীপালি (৪০), খেতমজুরি	সনাতনের ভাগের জমি চলে গেছে খেতমজুরি অন্যত্র ছেলে নীলকান্ত (১৮) ও শ্রীকান্ত (১৭) এখন ইলেকট্রিকের কাজ শিখছে	কিছু কিছু ধার-বন্ধক।
৭	ভুবন মৈত্রী (৬৫)	৩	ভুবন (৬৫), ৩ বিঘা বর্গা (রেকর্ডেড) চাষ লক্ষ (২২), কারখানায় গার্ড	ভুবনের কাজ নেই	২লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।
৮	মনসা মৈত্রী (৩৫)	৪	মনসা (৩৫), খেতমজুরি রঞ্জনা (৩০), খেতমজুরি সাহেব (১৭), খেতমজুরি	খেতমজুরি দূরের মাঠে	কাজ কমে গেছে।
৯	চণ্ডী পাত্র (৫৩)	৯	চণ্ডী (৫৩), খেতমজুরি, নিজের ১০ কাঠা জমি এবং আরও ১০ কাঠা ভাগচাষ	চণ্ডীর নিজের ও ভাগের জমি চলে গেছে, চককালিকাবুড়িতে খেতমজুরি	চণ্ডী ক্ষতিপূরণ

			(রেকর্ডেড) মায়া (৪৬), খেতমজুরি লালু (২০), খেতমজুরি সুন্দর (১৮), খেতমজুরি শক্তি (২২), খেতমজুরি চিন্তা (১৫), খেতমজুরি প্রতিমা (৩০), খেতমজুরি লক্ষ্মী (১৮), খেতমজুরি	অন্যদের কাজ প্রায় নেই	পায়নি।
১০	নিধন দাস (৫০)	৪	নিধন (৫০), খেতমজুরি এবং ভাগচাষ ২–৩ বিঘা মঞ্জু (৪৬), খেতমজুরি বিকাশ (২৫), খেতমজুরি অসীমা (২০), খেতমজুরি	ভাগচাষ বন্ধ, কাজ প্রায় নেই দূরে গিয়ে অল্প খেতমজুরি	ধারদেনা হচ্ছে।
১১	কাশীনাথ পাত্র (৬০)	৪	কাশীনাথ (৬০), খেতমজুরি সীতারাম (২০), খেতমজুরি নয়ন (১৮), খেতমজুরি লক্ষ্মী (১৮), চাষে সহায়তা	দূরের মাঠে অল্প কাজ, অনিয়মিত	ধারদেনা হচ্ছে।
১২	হারু পাত্র	৬	হারু (৪৫), খেতমজুরি এবং ৩–৪ বিঘা ভাগচাষ বাইরের মাঠে বাণী (৪২), খেতমজুরি ছোটু (২০), খেতমজুরি	এখন সবটাই বাইরের মাঠে খেতমজুরি ৩০ টাকা রোজে	ধারদেনা হচ্ছে।
১৩	নেপাল পাত্র (৫০)	৫	নেপাল (৫০), খেতমজুরি শিখা (৪২), খেতমজুরি	অনেক দূরে অল্প কাজ	গয়না, থালা বন্ধকে।

			মীনাক্ষী (১৫), খেতমজুরি		
১৪	রমেশ মৈত্রী (৩০)	৫	রমেশ (৩০), খেতমজুরি চন্দনা (২৫), খেতমজুরি	খেতমজুরি দূরের মাঠে	কাজ সামান্য।
১৫	বিশ্বনাথ মৈত্রী (৪৮)	৪	বিশ্বনাথ (৪৮), নিজের দেড় বিঘা এবং ৪ বিঘা ২০ বছর ধরে ভাগচাষ ছবি (৪২), চাষ উদয় (২৩), চাষ পলাশ (২০), পাঞ্জাবে সোনার দোকানে কাজ	চাষের কাজ কমে গেছে	বর্গা রেকর্ডের দরখাস্ত করেছেন।
১৬	কমল মৈত্রী (৫৫)	৮	কমল (৫৫), ৪ বিঘা (রেকর্ডেড) ভাগচাষ আহ্লাদী (৪৫), চাষ ও খেতমজুরি সোমনাথ (২৫), চাষ ও খেতমজুরি দেবদাস (২২), চাষ ও খেতমজুরি বাচ্চু (১৮), চাষ ও খেতমজুরি	চাষের জমি চলে গেছে সামান্য খেতমজুরি	১.৫লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।
১৭	সুধন্য দাস (২৫)	৫	বন্দনা (৪০), খেতমজুরি সুধন্য (২৫), দেড় বিঘা ভাগচাষ ও খেতমজুরি শবরী (২০), খেতমজুরি	মেয়েদের কাজ রয়েছে দূরের মাঠে	গয়না বন্ধকে গেছে।
১৮	কল্পনা ধীবর (৪৫)	৬	কল্পনা (৪৫), ২৫কাঠা ভাগচাষ ও খেতমজুরি সুশীল (২৫), খেতমজুরি পার্বতী (২৩), খেতমজুরি	ভাগচাষের জমি চলে গেছে সামান্য খেতমজুরি	ধারদেনা হচ্ছে।

			সন্তোষী (২৭), খেতমজুরি তাপস (৩০), খেতমজুরি		
১৯	শ্যামলী মৈত্রী (২২)	৫	অজিত (৩০), খেতমজুরি ও মাছের ব্যবসা শ্যামলী (২২), খেতমজুরি	সামান্য খেতমজুরি	অবস্থা খারাপ।
২০	জয়ন্তী দাস (৩০)	৪	ধীরেন (৩৮), খেতমজুরি এবং ২বিঘা ভাগচাষ জয়ন্তী (৩০), খেতমজুরি	জয়ন্তীর কম মজুরিতে খেতমজুরি	কানের দুল বন্ধকে।
২১	শ্যামাপদ পাত্র (৩৬)	৬	শ্যামাপদ (৩৬), ট্রাক্টর চালানো, ১০ কাঠা নিজের চাষ এবং ৫–৬বিঘা ভাগচাষ অপর্ণা (৩০), খেতমজুরি	শ্যামাপদ ১০ কাঠা নিজের চাষ, ছোটো দোকান অপর্ণা সামান্য খেতমজুরি	জিনিসপত্র বন্ধকে দোকানের জন্য।
২২	সনকা পাত্র (৩০)	৭	সনকা (৩০), ৪কাঠা ভাগচাষ এবং খেতমজুরি	কম মজুরিতে খেতমজুরি	কাজ কমে গেছে।
২৩	লতা পাত্র (২৮)	৬	নিরাপদ পাত্র (৩২), ২বিঘা ভাগচাষ, নিজের আড়াই কাঠা, ট্রাক্টর চালানো এবং খেতমজুরি লতা (২৮), খেতমজুরি	চাষ নেই দূরের মাঠে সামান্য খেতমজুরি	কাজ কমে গেছে।
২৪	সুশান্ত পাত্র (২৩)	৩	সুশান্ত (২৩), খেতমজুরি জ্যোৎস্না (১৮), খেতমজুরি	সামান্য খেতমজুরি	কাজ খুব কমে ঘেছে।

২৫	ভারতী দাস (৩৮)	৭	বিজয় দাস (৪৩), বিঘা খানেক ভাগচাষ এবং খেতমজুরি ভারতী (৩৮), খেতমজুরি আহ্লাদী (২০), খেতমজুরি	মেয়েদের সামান্য রোয়ার কাজ	অবস্থা খারাপ।
২৬	রাধারাণী দাস (৩৫)	৫	প্রশান্ত (৩৯), খেতমজুরি রাধারাণী (৩৫), খেতমজুরি	কাজ প্রায় নেই	সংসার চলছে না।
২৭	সমর বাগাল (২৪)	৯	সমর (২৪) মামণি (১৯) শঙ্করী (৫০) জ্যোৎস্না (৩০), সকলে মিলে **১৩–১৪**বিঘা ভাগচাষ	ভাগচাষ বন্ধ দুজনের খেতমজুরি	অবস্থা খারা।
২৮	স্বপন মালিক (৪৫)	২	স্বপন (৪৫), খেতমজুরি শিখা (৪০), খেতমজুরি	সামান্য খেতমজুরি	অবস্থা খারাপ।
২৯	সূর্যকান্ত মৈত্রী (৭৯)	২	সূর্যকান্ত (৭৯), ওঝা হিসেবে ঝাড়ফুঁক করেন	কাজ কম	কোনরকম চলছে।
৩০	প্রশান্ত দাস (৩৮)	৪	প্রশান্ত (৩৮) বিজলী (৩০) দেড়–দু'বিঘা ভাগচাষ	ভাগের জমি নেই বিজলীর সামান্য খেতমজুরি	রুপোর জিনিস বন্ধকে।
৩১	কর্পুরা মালিক (৫৫)	২	কর্পুরা (৫৫), শাক–শামুক–গুগলি সংগ্রহ করে বিক্রি	সংগ্রহ কমে গেছে	অবস্থা খারাপ।
৩২	কমল বৈরাগী (৪৫)	৯	কমল (৪৫), আড়াই বিঘা ভাগচাষ মলিনা (৩৮), খেতমজুরি	স্ত্রী এখন ধান রুইতে যাচ্ছেন	অবস্থা খারাপ।

			বাবলু (২৫), খেতমজুরি রাজু (২৩), খেতমজুরি অশোক (২২), খেতমজুরি		
৩৩	সন্টু কোটাল (৩৫)	৩	সন্টু (৩৫), রাজমিস্ত্রি দূর্গা (৩১), খেতমজুরি	রাজমিস্ত্রির কাজ	অবস্থা একরকম।
৩৪	মন্টু কোটাল (২৮)	৫	মন্টু (২৮), খেতমজুরি গীতা (২৪), খেতমজুরি	অনিয়মিত প্যান্ডেলের কাজ	ধারদেনা হচ্ছে।
৩৫	বিলু মৈত্রী (৩২)	৫	বিলু (৩২), ভ্যান চালানো	রেশন দোকানে অনিয়মিত কাজ স্ত্রী কবিতা (২৭) ধান রুইতে যাচ্ছেন দূরের মাঠে	ভ্যান বিক্রি হয়ে গেছে।
৩৬	তারাপদ মৈত্রী (৬৫)	৮	তারাপদ (৬০), ভাগে চাষ এবং খেতমজুরি আরতি (৪৫), খেতমজুরি চণ্ডী (২৪), খেতমজুরি ও ভ্যান চালানো সনকা (২০), খেতমজুরি	মেয়েরা সামান্য খেতমজুরি	অবস্থা খারাপ।
৩৭	কানাই সর্দার (৭৪)	৯	কানাই (৭৪), ১০ বিঘা ভাগচাষ সুকুমার (২৬) ও নীতিশ (২২) উত্তরপ্রদেশে সোনা পালিশের কাজ	৩ বিঘা নদীর ভিতরে ভাগচাষ	চাষ কমে গেছে।
৩৮	রঞ্জিৎ মালিক	৮	স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ৬ বিঘা ভাগচাষ	হরিপালে অনিয়মিত জনমজুরের কাজ	গয়না, বাসন বন্ধকে গেছে।

৩৯	আনন্দ দাস (৪৬)	৬	আনন্দ (৪৬), খেতমজুরি কাজল (৩০), খেতমজুরি	সামান্য রোয়ার কাজ	অবস্থা খারাপ।
৪০	শ্রীকান্ত মালিক (৩৫)	৫	শ্রীকান্ত (৩৫) মল্লিকা (২৯) দুজনে মিলে ১০ কাঠা ভাগচাষ এবং খেতমজুরি	দূরের মাঠে সামান্য খেতমজুরি	সোনার দুল, কাঁসার কলসি বন্ধকে।
৪১	শম্ভু দাস (২৬)	৭	বাদল (৬০), খেতমজুরি শম্ভু (২৬), খেতমজুরি এবং ভ্যানচালানো ভারতী (২২), খেতমজুরি	হরিপাল থানায় সামান্য কাজ	গয়না বন্ধকে।
৪২	অজিত পাত্র (৫০)	৮	পরিবারে ৫ জন খেতমজুরি এবং ১০–১৫ কাঠা ভাগচাষ	২ জন সামান্য খেতমজুরি	ধার–বন্ধক হচ্ছে।
৪৩	অলক মৈত্রী (২৪)	৪	স্ত্রী সহ ১০ কাঠা ভাগচাষ এবং খেতমজুরি	ডানকুনির কাছে রোলিং মিলে কাজ	অবস্থা খারাপ।
৪৪	লক্ষণ দাস (২১)	৪	মা, দাদা, বোন ও নিজে খেতমজুরি এবং আড়াই বিঘা ভাগচাষ	দূরের মাঠে মাঝে–মধ্যে কাজ	ধার–দেনা হচ্ছে।
৪৫	যামিনী খামারু (৪৭)	৪	স্ত্রী ও নিজে ১৮ কাঠা ভাগচাষ এবং নিজে ট্রাক্টর চালানো	সামান্য ট্রাক্টর চালানোর কাজ বাজেমেলিয়ায়, মাঝে–মধ্যে গাছ কাটার কাজ	আয় খুব কমে গেছে।
৪৬	শ্যামল মৈত্রী (৪০)	৫	স্ত্রী খেতমজুরি নিজে মিনি চালানো	স্ত্রী সামান্য ধান রোয়ার কাজ	প্রায় বেকার।
৪৭	দেবদাস মৈত্রী (২৩)	৩	নিজে খেতমজুরি ও ইলেক্ট্রিকের কাজ	স্ত্রী এখন দূরের মাঠে খেতমজুরি	গয়না

					বন্ধকে।
৪৮	অশ্রুপদ হাজারী (২৭)	৬	দিদি, স্ত্রী ও নিজে খেতমজুরি	কাজ আগের এক-চতুর্থাংশ	ধারদেনা হচ্ছে।
৪৯	গৌতম পাত্র (২২)	৪	১৬ কাঠা ভাগচাষ, খেতমজুরি, গাছ কাটা ও মাছ ধরা	টুকটাক কাজ	অবস্থা খারাপ।
৫০	প্রশান্ত দাস (৪৬)	৫	প্রশান্ত (৪৬), খেতমজুরি ও মাছ ধরা রাধারাণী (৪০), খেতমজুরি	দূরের মাঠে আগের অর্ধেকের কম কাজ	গয়না বন্ধকে।
৫১	সোমনাথ মৈত্রী (২৩)	৪	সোমনাথ (২৩), খেতমজুরি ও কারখানায় ঠিকা কাজ ঝুম্পা (২১), খেতমজুরি	দূরের অনিয়মিত কাজ	ধার বন্ধক হচ্ছে।
৫২	প্রফুল্ল দাস (৫০)	৫	প্রফুল্ল (৫০), সামান্য ভাগচাষ ও ঘরামীর কাজ ভবানী (৪২), খেতমজুরি নিখিল (১৮), খেতমজুরি	দূরে সামান্য রোয়ার কাজ	রুপোর জিনিস বন্ধকে।
৫৩	হরিপদ মৈত্রী (৩৮)	৫	হরিপদ (৩৮) ৪ বিঘা ভাগচাষ এবং খেতমজুরি মামণি (৩০), খেতমজুরি	সামান্য খেতমজুরি	কানের দুল বন্ধকে।
৫৪	বিকাশ খামারু (৩২)	৪	বিকাশ (৩২), খেতমজুরি পুতুল (২৭), খেতমজুরি	দূরে সামান্য রোয়ার কাজ	অবস্থা খারাপ।
৫৫	পদ্ম হাজারী (৬৫)	৬	অষ্টুপদ (৪৫), খেতমজুরি	কাজ প্রায় নেই	অবস্থা খারাপ।
৫৬	দীপক খামারু (২৮)	৪	দীপক (২৮), খেতমজুরি	দূরে সামান্য রোয়ার কাজ	অবস্থা

			বুনি (২৩), খেতমজুরি		খারাপ।
৫৭	মাণিক মালিক (৩৫)	৪	মাণিক (৩৫), খেতমজুরি	টাটার প্রজেক্টে কাজ	অবস্থা মোটামুটি।
৫৮	দুলাল দাস (২৩)	৫	অণিমা দাস (৩৬), খেতমজুরি দুলাল দাস (২৩), খেতমজুরি	কাজ প্রায় নেই	অবস্থা খারাপ।
৫৯	প্রশান্ত পাত্র (৩৭)	৫	সীমন্ত (৪০), ব্যবসা প্রশান্ত (৩৭), খেতমজুরি এবং ভাগচাষ	ব্যবসা	অবস্থা ভালো
৬০	লকাই দাস (৩১)	৪	নিজে স্ত্রী সহ খেতমজুরি	দূরে সামান্য খেতমজুরি	অবস্থা খারাপ।
৬১	ভরত দাস (৪০)	৫	নিজে স্ত্রী সহ খেতমজুরি	কাজ প্রায় নেই	ধারদেনা হচ্ছে।
৬২	মদন দাস (৩৭)	৫	নিজে স্ত্রী সহ খেতমজুরি	কাজ প্রায় নেই	অবস্থা খারাপ।

এই সারণী থেকে দোবাঁদি গ্রামের প্রতিটি ঘর তথা প্রতিটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা — শিল্প নিগম জমি অধিগ্রহণ করার আগে কী ছিল এবং শিল্প নিগম জমি অধিগ্রহণ করার এগারো মাস পরে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে — কিছুটা তথ্যগতভাবে জানা যাচ্ছে। সমীক্ষা করার আগে এখানকার মানুষের কাছে আমরা শুনেছিলাম, দোবাঁদি গ্রামে মোট ৯০টি ঘর, প্রায় ৩০০ জন কাজের মানুষ এবং তাদের মধ্যে প্রায় ১৪০ জন মহিলা। আমরা আমাদের সমীক্ষার প্রশ্নমালা নিয়ে প্রতিটি ঘরেই যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই সময় কিছু ঘর বন্ধ ছিল, কিছু ঘরে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার মতো মানুষ উপস্থিত ছিল না। তাছাড়া, ওইসময় ধান রোয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই ঘরের মহিলাদের অনেকেই ভোরে উঠে দূরের মাঠে

কাজে চলে যেত। ফলে তাদের পেতে কিছুটা অসুবিধা হয়েছে। এসত্ত্বেও গ্রামটির সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি বলেই আমাদের মনে হয়েছে। সারণী থেকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, পয়েন্ট আকারে বললে তা এইরকম :

- মোট **৬২**টি পরিবারের **১৬৮** জন টাটার পাঁচিল তোলার আগে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করত।
- এই কাজের বেশিরভাগটাই ছিল খেতমজুরের কাজ।
- খেতমজুরের কাজ করেও অনেক পরিবারই কিছু জমি ভাগে বা ঠিকায় নিয়ে চাষ করে এসেছে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট ফসলের জন্য বিভিন্ন মালিকের জমি ভাগে নেওয়া হয়েছে। একই মালিকের জমি বছর বছর চাষ করার নজির এই গ্রামে কম ছিল।
- পাশাপাশি রয়েছে চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কাজ, যেমন, ট্রাক্টর (পাওয়ার টিলার) চালানো, মিনি ডিপ টিউবওয়েল চালানো, সাইকেল-ভ্যান চালানো, মাছ ধরা ও বিক্রি করা, শাকসব্জি ও শামুক-গুগলি সংগ্রহ করে বিক্রি করা, ইত্যাদি।
- চাষ এবং এইসব কাজের প্রায় পুরোটাই ছিল গ্রামের লাগোয়া জমিতে, যেখানে এখন পাঁচিল উঠে গেছে।
- ঘরের লাগোয়া জমিতে হওয়ায় প্রত্যেক পরিবারের মহিলারা — এমনকি সদ্য বড়ো হওয়া প্রায় প্রতিটি ছেলেমেয়ে — চাষের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এসেছে।
- টাটার পাঁচিল তোলার পরে অধিকাংশ কর্মরত পুরুষ ও মহিলা বেকার অথবা আধা-বেকারে পরিণত হয়েছে।
- দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক পরিবার গয়না ও বাসনপত্র বন্ধকে জমা রেখে সুদে টাকা ধার নিয়ে সংসার চালাতে বাধ্য হচ্ছে।